০৯-০৬-১৭ প্রাতঃ-মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই ব্রাহ্মণ জীবন দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, কারণ তোমরা এখন তিন লোক এবং তিন কালকে জানো, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান"

প্রশ্নঃ- তোমরা বাচ্চারা এখন কোন উঁচু শিখরে উঠছ?

উত্তরঃ- তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার উঁচু শিখরে উঠছ। বলা হয় যে চড়তে পারলে প্রেম রসের স্বাদ পাবে... এটা খুবই উঁচু শিখর। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় এটাই যে উঠতে এক সেকেন্ড সময় লাগে অথচ নামতে অনেক সময় লাগে।

প্রশ্নঃ- পাপের ঘড়া ভেঙে গেলেই জয়জয়কার হয় - এর নমুনা হিসাবে ভক্তিমার্গে কি দেখান হয়েছে?

উত্তরঃ- ভক্তিমার্গে দেখানো হয় যে ঘড়া থেকে সীতা বেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ যখন পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে সেটা ভেঙে যায় তখনই সীতা এবং রাধার জন্ম হয়।

গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে চল...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা ভক্তিমার্গের গীত শুনল। পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকছে। বলছে অশান্তির দুনিয়া থেকে শান্তির দুনিয়াতে নিয়ে চল। বুদ্ধিতে আছে যে অন্য কোনও দুনিয়া আছে যেখানে সুখও ছিল আর শান্তিও ছিল। মহারাজা, মহারানী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, এখন যাদের চিত্র আছে। মানুষ যে ইতিহাস ভূগোল পড়ে সেটা তো কেবল সিকিভাগ দুনিয়ার। অর্ধেক কল্পেরও নয়। আর সত্য এবং ত্রেতাযুগের কথা তো কেউ জানেই না। সকলের চোখ বন্ধ, যেন অন্ধ। দুনিয়ার ইতিহাস ভূগোলকে কেউ জানেই না। কত বড় দুনিয়া। কখন নতুন দুনিয়ার সূচনা হয়েছে, কখন থেকে দুনিয়া পুরাতন হয়েছে, আবার কখন নতুন হবে - এইসব তোমরা বাচ্চারাই এখন জান। স্থাপন তো অবশ্যই হবে। স্বর্ণযুগ, রৌপ্যযুগ, তাম্রযুগ এবং লৌহযুগে তো আসবেই। কলিযুগের পরে অবশ্যই আবার সত্যযুগ আসবে। সঙ্গমযুগেই সত্যযুগের স্থাপক আসবেন। কাউকে বোঝানোর জন্য এইটা খুব ভালো যুক্তি। কেবল বাবাই কলিযুগকে সত্যযুগে পরিণত করেন। এত সহজ কথাটাও কারোর বুদ্ধিতে আসেনা, কারণ বুদ্ধিতে মায়ার তালা লেগে আছে। পরমপিতা পরমাত্মার মহিমার গায়ন করে বলে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমিই হলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধির দাতা। বুদ্ধিহীনদের তুমি বুদ্ধি দাও। বাকি সবাই আসুরী মত প্রদান করে, শ্রেষ্ঠ মত কেবল বাবাই দেন। মানুষ গায়ন তো করে কিন্তু কিছুই বোঝেনা। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছে এখন তিনলোকের জ্ঞান আছে। এমন না যে কেবল এই দুনিয়ার জ্ঞান আছে, এই দুনিয়া ছাড়াও আরও অনেক কিছু তোমরা জানো। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং স্থূলবতন - এই তিন লোকের জ্ঞানই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যে ভাল ভাবে পড়ে তার বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকে। তোমরা এখন স্কুলে পড়ছ, তাই এই পড়া বুদ্ধিতে থাকা উচিত। তোমাদের বুদ্ধিতে তিন কালের জ্ঞানও আছে। তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে যাও। কিন্তু তোমাদের ত্রিলোকীনাথ বলা যাবেনা। কেউই ত্রিলোকীনাথ হয় না। ত্রিকালদর্শী কথাটা সঠিক। তিন লোক এবং তিন কালকে তোমরা জানো।

আমরা বরাবর মূলবতনেই থাকি। ওটা হল আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিবাসস্থান। আর কারোর বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন ত্রিকালদর্শী। তাঁর মধ্যে আদি-মধ্য-অন্ত অর্থাৎ তিন কাল এবং তিন লোকের জ্ঞান আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বৈকুণ্ঠনাথ বলা যাবে কিন্তু ত্রিলোকীনাথ বলা যাবে না। তারা হেভেন অথবা স্বর্গের মালিক ছিলেন। শিববাবাকে স্বর্গের মালিক বলা যাবে না। এইসব হল বোঝার ব্যাপার। কোনও মানুষই পরমাত্মার সমান হতে পারবে না। বলে যে পরমাত্মা হলেন জানি জাননহার, জ্ঞানের সাগর। কিন্তু তার অর্থ বোঝেনা। মানুষ মনে করে জানি জাননহার অর্থাৎ সকলের মনের কথা তিনি জানেন। সর্বব্যাপী বলে তাঁর গ্লানি করে দেয়। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বংশাবলী, এরপর দৈবী বংশাবলীতে যাবে। ঈশ্বর বড় নাকি সত্যযুগের দেবী-দেবতারা বড়? ওই দেবতাদের থেকেও বড় হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী দেবতারা। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মাকেই তো বড়ো বলা হবে, তাই না? উনি হলেন অব্যক্ত আর ইনি ব্যক্ত। ইনি যখন পবিত্র ফরিস্তা (পরী) হয়ে যান তখনই তার মহিমা করা হয়। ব্রাহ্মণদের যদি এখন অলংকার এবং অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা শোভা পাবেনা। তাই বিষ্ণুর হাতে স্বদর্শন চক্র দেখানো হয়েছে। এখন তোমরা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের অর্থও বুঝে গেছ। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের হাতে তো অস্ত্র থাকবে না। এইসব এই সময়েরই কথা। বাস্তবে এইগুলো হল জ্ঞানের অস্ত্র-সস্ত্র, কোনও স্থূল হাতিয়ার নয়। শাস্ত্রতে তো স্থূল হাতিয়ার দেখানো হয়েছে, পাণ্ডব এবং কৌরব সেনা দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনও নারীকে দেখানো হয়নি। পাণ্ডব সেনা রূপে কেবল পুরুষদেরকেই দেখায়। তাহলে শক্তি সেনারা কোথায় গেল? এরা হল গুপ্ত। কেউ জানেই না যে এই শিবশক্তিরা কোথায় গেল। এরা কিভাবে লড়াই করেছিল সেই বিষয়ে কিছুই দেখানো হয়নি। সেনাদের তো দেখানো হয়। কেউ কিছু বোঝেনা, যে যা বলেছে সেটাই লিখে দিয়েছে। যথার্থ ভাবে তোমরাই এখন জেনেছ। আমরা সবাই অভিনেতা। প্রত্যেক আত্মারই নিজস্ব ভূমিকা আছে। শিববাবা, যাকে রচয়িতা, নির্দেশক এবং প্রধান অভিনেতা বলা হয় তার কাছ থেকে তোমরা সমগ্র নাটকের রহস্য জানতে পারছ। এই নাটকে ৪টি ভাগ অথবা ৪টি যুগ আছে। একে ইপক বা যুগ (epoch) বলা হয়। বাস্তবে ৫টা যুগ আছে। পঞ্চম যুগ হল কল্যানকারী যুগ। সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগের সঙ্গমকে কল্যানকারী বলা হবেনা। কারণ তখন অধঃপতন হতে থাকে। সতোপ্রধান, সতো, রজো এবং তমো - এইগুলো হল সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই হয়। জ্ঞানের দ্বারা কেবল একবারই তোমরা দ্রুত ওপরে উঠে যাও, তারপর ওপর থেকে এই সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকো। সিঁড়ি দিয়ে নামা তো খুব সহজ। কিন্তু ওঠার সময়েই মুস্কিল হয়। তোমরা কত পরিশ্রম করছ। মানুষ থেকে দেবতা হওয়া - এইটা হল উঁচু শিখর। বলা হয় যে চড়তে পারলে প্রেম রসের স্বাদ পাবে। তোমরা জানো যে আমরা এখন ওপরে উঠছি। কিন্তু যদি পড়ে যাও তাহলে হাড়গোড় ভেঙে যাবে। কতই না সময় লাগে! এটা খুবই উঁচু শিখর। তোমরা জানো যে আমরা এখন ওপরে উঠছি, তারপর আবার নামব। ওঠার জন্য এক সেকেন্ড সময় লাগে। অন্তিমে যারা আসবে তারা এক সেকেন্ডে চড়তে পারবে। অবলা মাতাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়। কন্যারা চেঁচিয়ে বাবাকে ডাকে - বাবা, আমাদের নগ্ন হওয়ার থেকে রক্ষা কর। কন্যার সংখ্যা অনেক। অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়, প্রহারও করা হয়। এতে ওদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়। যেটা পূর্ণ হওয়ার পর ভেঙে যাবে। দেখান হয় যে ঘড়া থেকে সীতা বেরিয়ে এসেছে। এখন তোমরা অর্থাৎ সত্যিকারের সীতারা বেরিয়ে আসছ। রাধা এবং সীতা উভয়েই বেরিয়ে আসছে। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম লেখার জন্য সীতার কথা বলে দিয়েছে। জগৎ মাতা এবং জগৎ পিতাই রাজ-রাজেশ্বর এবং রাজ-রাজেশ্বরী হন। এরাই লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল, এরপর অন্তিমে দেখ কি হয়েছে। সত্যযুগে ৩৩ কোটি মানুষ ছিল না। ওখানে খুব কম

সংখ্যকই থাকবে। পরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। দৈবী সম্প্রদায়ই পূনর্জন্ম নিতে নিতে আসুরী সম্প্রদায়তে পরিণত হয়। এখন এই আসুরী সম্প্রদায়কে পুনরায় দৈবী সম্প্রদায় হতে হবে। কল্প-কল্প এইরকমই হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমস্ত জ্ঞান এসে গেছে। তোমরাই ত্রিকালদর্শী হও। তিন লোকের জ্ঞানও প্রাপ্ত করেছ। তোমরা বল যে আমরা পূজ্য বৈকুন্ঠনাথ ছিলাম, এখন পূজারী অর্থাৎ নরকের নাথ হয়ে গেছি। 'আমিই সেই' - এই কথার অর্থ সঠিকভাবে না জানার জন্য আত্মাকেই পরমাত্মা বলে দেয়। কত তফাৎ করে দিয়েছে। এখন তোমাদেরকে বোঝান হয়েছে যে এটা হল সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাস এবং ভূগোল। তোমরা এই বেহদের চক্রকেও জেনে গেছ। তিন লোক এবং তিন কালকেও তোমরা জান। বাবা এই গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান দেন। এছাড়া কেউই এটা জানেনা, গীতাতেও এইরকম কোনো কথা নেই। যার কাছে এই জ্ঞান আছে তিনিই তো শেখাবেন। তিনি পুনরায় এই সময় তাঁর ভূমিকা পালন করবেন। যীশুখ্রিস্টও নিজ সময়ে পুনরায় তার ভূমিকা পালন করবে। তোমরা জান যে আমরা সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী এবং শেষে শূদ্রবংশী হই। চক্র আবর্তিত হতে থাকে। ইসলাম এবং বৌদ্ধরাও পুনরায় তাদের ভূমিকা পালন করবে। যতদিন দেবী-দেবতা ধর্ম থাকে ততদিন অন্য কোনও ধর্ম থাকে না। দুনিয়া তো একটাই। বাবা রচয়িতা এবং রচনার রহস্য বুঝিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষই হল হদের ব্রহ্মা। সন্তানের সৃষ্টি করে তারপর তাদের পালন করে। সন্তান বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। ভাইয়ের কাছ থেকে ভাই উত্তরাধিকার পায় এইরকম কি কখনও শুনেছ? বাচ্চারা বোঝে যে একজন হল হদের (লৌকিক) বাবা, তাকে তো সকলেই জানে। হদের বাবার কাছ থেকে হদের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। লৌকিক শিক্ষকও পড়ায়, কিন্তু সেই পড়ার দ্বারা তো কেই সমগ্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যায়না। এটা হল বেহদের ব্যাপার। হদের সকলেই সেই বেহদের বাবাকে স্মরণ করে। তাঁকেই বাবা বলা হয় - শিববাবা। রচয়িতাকে তো বাবাই বলা হবে। শুধু বাবা শব্দটা গুরুত্বহীন শোনায় তাই শিববাবা বলা হয়। তিনি হলেন নিরাকার। প্রশ্ন করা হয় শিববাবার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? তোমরা তো বল যে শিববাবা, আমার ঝুলি ভরে দাও। বাবার এই শিব নামটা যথাযথ। শঙ্করের চিত্র আলাদা। শিব এবং শঙ্কর দুজনকে মিলিয়ে শিব-শঙ্কর বলে দেওয়া খুব বড় একটা ভুল। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবাকে ভুলে গেছে। চিত্রগুলো খুবই সুন্দর। এখন ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হচ্ছে। এই সময়েই জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এল কোথা থেকে? তাদেরকে দত্তক নিই। ব্রহ্মাকেও দত্তক নেওয়া হয়। ব্রহ্মার থেকেই ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছে। তোমরা জানো যে আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। প্রজাপিতা শব্দটা অবশ্যই বলতে হবে। কেবল ব্রহ্মা বললে হবে না, ব্রহ্মা নাম তো অনেকেরই আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলে কারোর নাম নেই। এও তো মানুষই, তাই না? রুদ্র শিববাবা এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন। তাহলে অবশ্যই ব্রাহ্মণও প্রয়োজন। তোমরা জানো যে কিভাবে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণের দ্বারাই যজ্ঞের রচনা করা হয়। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ, এরপর দেবতা হতে হবে। তারপর এই দুনিয়াতেই আবার আসতে হবে। তখন এতসব কোথায় যাবে? সব এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে স্বাহা হয়ে যায়। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে পুরাতন দুনিয়ার আহুতি পড়ে। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই বিনাশের অগ্নি বেরিয়ে আসে। শঙ্করের দ্বারা বিনাশের গায়ন আছে। তার নমুনাও দেখতে পাচ্ছ। এটা হুবুহু সেই সময়। ইউরোপবাসী যাদব, কৌরব এবং পাণ্ডবদের গায়ন আছে। ভারতবাসীরা নিজের ধর্মকেই ভুলে গেছে। চিত্র আছে, কিন্তু কেউই তাদের সম্মন্ধে কিছু জানেনা। দেবী-দেবতাদের রাজত্ব তো ছিল, কিন্তু তাদেরকে সেই রাজ্য কে দিয়েছিল? দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন কিভাবে হয়েছে? এইসব কথা কিছুই জানেনা। যিনি এই ধর্ম স্থাপন করেন, তিনিই বোঝাচ্ছেন। এছাড়া আর কেউই সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাস-ভূগোল বোঝাতে পারবে না। কেউই তিন লোকের জ্ঞান দিতে পারবে না।

সকলের ভূমিকাই তোমরা জেনে গেছ। এরা সবাই পুনরায় নিজ নিজ সময়ে তাদের ভূমিকা পালন করার জন্য আসবে। ভবিষ্যতে তোমাদের মহিমাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। খুব শীঘ্রই বৃদ্ধি পাবে। তখন অনেক বড় বড় বাড়ি বানানো হবে। এইসব নাটকের মধ্যেই আছে। তোমরা বোঝো যে অনেক বাচ্চারা আসবে। বৃদ্ধি হতেই থাকছে। শিক্ষা নেওয়ার জন্যই আসবে। এছাড়া এমনি ঘুরতে তো অনেকেই আসবে। যদি কোনো শিক্ষামন্ত্রী কিংবা সেইরকম কেউ আসে তাহলে তাকেও এই জ্ঞান বোঝাতে হবে। এটা হল সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাস ভূগোল। পুরো কল্পের চক্রকে কেউই জানেনা। তোমরা এখন জ্ঞানের সাগরের দ্বারা মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়েছ। আচ্ছা- মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বেহদের এই ইতিহাস ভূগোল নিজে পড়ে অন্যকেও পড়াতে হবে। সকল অলংকার ধারণ করার জন্য পবিত্র ফরিস্তা (পরী) হতে হবে।

২) কেবল বাবাই হলেন বুদ্ধিমানের বুদ্ধির দাতা। তাই তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে চলে বুদ্ধিমান হতে হবে। এই ব্রাহ্মণ জীবন হল অমূল্য জীবন - এই নেশায় থাকতে হবে।

বরদান:- কেবল উত্তীর্ণ শব্দকে স্মৃতিতে রেখে যেকোন পরীক্ষাতেই সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হও।

কোনও পরীক্ষাতে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ওই পরীক্ষার প্রশ্নের বিস্তারে যেওনা। এইরকম চিন্তা করোনা যে এইটা কেন এসেছে, কিভাবে এসেছে, কে করেছে? এর বদলে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা চিন্তা করে, পরীক্ষাকে পরীক্ষা বলে মনে করে উত্তীর্ণ হয়ে যাও। কেবলমাত্র এই উত্তীর্ণ শব্দটাই স্মৃতিতে রাখ যে আমাকে উত্তীর্ণ হতে হবে, উত্তরণ করতে হবে এবং বাবার কাছে থাকতে হবে। তাহলেই সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- পরমাত্মার ভালোবাসার কাছে যে নিজেকে বলি দিয়ে দেয়, সেই সফলতা মূর্ত হয়।